৭

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...2 8 APR 1997 ...
পৃঃ ... ৭ কলাম ৬ ...

স্কুল কলেজে বছরে ৬ মাস ছুটি

দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা গ্রহণে ছাত্রদের লেখাপড়ার ক্ষতি

দেশের সকল স্কুল ও কলেজে দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা গ্রহণের ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসএসসি, এইচএসসি সহ বিভিন্ন পরীক্ষা দীর্ঘ সময় ধরে চলার কারণে স্কুল কলেজগুলো বন্ধ রাখতে হয়। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সব মিলিয়ে প্রায় ৬ মাসের অধিক বছরে বন্ধ থাকছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা গাইবান্ধা থেকে জানান, দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পরীক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যধিক ছুটি ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত করছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়া বিমুখতা, নকল করার প্রবণতা ছাড়াও দীর্ঘ সময়ের সুযোগেও প্রশ্নপত্র ফাঁস করার মতো ঘটনা ঘটছে।

প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বিদ্যালয়গুলো ছুটি দেয়া হয়। বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ শিক্ষককে হল ভিজিটরের দায়িত্ব দেয়া হয়। এতে ঐ সমস্ত শিক্ষা বন্ধ থাকে।

এক জরীপ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গাইবান্ধা শহরে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বালক-বালিকা মিলে মোট ৭টি। এর মধ্যে গাইবান্ধা সরকারী বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, ইসলামিয়া হাই স্কুল এবং আসাদুজ্জামান বালিকা বিদ্যালয়কে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এন এইচ মডার্ন হাই স্কুল, নিজামুদ্দীন হাই স্কুল এবং গাইবান্ধা বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় না: কিন্তু এসব বিদ্যালয়ের সমুদয় ফার্নিচার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে সমস্ত বিদ্যালয় পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বন্ধ থাকে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষার জন্য বিদ্যালয়গুলো ২১ থেকে ২৫ দিন পর্যন্ত বন্ধ থাকে। এবার বন্ধ ছিলো মোট ২৪ দিন। এই দীর্ঘদিন পরীক্ষা চলার কারণে বিভিন্ন বছরে নানা উপায়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। ফলে পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এই পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ছুটি ভোগ করে। এছাড়া, বিদ্যালয়গুলোতে রমজান, ঈদ, দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের কারণে বছরে মোট ৮৫ দিন ছুটি থাকে। অপরদিকে ৫২ দিন শুক্রবারের কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। এছাড়া, বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচী যেমন বিশ্ব শিশু দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, শিক্ষা পক্ষ, সাক্ষরতা দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কারণে ক্লাস বাতিল হয়। ক্লাশ বাতিল করা হয় একাধিক দিন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আন্তঃ স্কুল ক্রীড়া ও ফুটবল প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কারণে।

গত জানুয়ারী থেকে গত ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত গাইবান্ধা শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ সময়ে গাইবান্ধা সরকারী বালক বিদ্যালয়ে মোট ক্লাশ হয়েছে ১৫ দিন, সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে ১৯ দিন, ইসলামিয়া হাই স্কুলে ১৩ দিন, আসাদুজ্জামান বালিকা বিদ্যালয়ে ১৭ দিন এবং এন এইচ মডার্ণ, নিজামুদ্দীন ও গাইবান্ধা বালিকা বিদ্যালয়ে ১৩ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত ক্লাশ হয়েছে। এই দীর্ঘ ৪ মাসে বাকি দিনগুলোতে কোনো ক্লাশ হয়নি। জেলার সকল মফস্বল এলাকার স্কুলগুলোরও একই অবস্থা। দেশের অন্যান্য স্কুলের অবস্থাও ঐ একই রকম।

এতে ছেলেমেয়ের লেখাপড়া বিমুখ হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে অভিভাবকরা প্রাইভেট টিউটর দিয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার গতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু গরীব অভিভাবকদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। তাছাড়া প্রাইভেট টিউটররা সকল বিষয় পড়ায় না বলে তাদের দ্বারা বিদ্যালয়ের অনুরূপ শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয় না। এসব প্রাইভেট টিউটররা আবার সপ্তাহে ৪ দিনের বেশী পড়ান না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হয় না।

একজন প্রবীণ শিক্ষক বলেন, দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে একই দিনে একটি বিষয়ে পরীক্ষা নেয়াসহ সকল বিষয়ের সমন্বয় করে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করতে হবে।

দেশের ইন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রী কলেজেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষাজনিত সমস্যা এবং অধিক ছুটির কারণে সেখানেও লেখাপড়া হচ্ছে না।

সিরাজগঞ্জ

নিজস্ব সংবাদদাতা সিরাজগঞ্জ থেকে জানান, দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা নেয়ার কারণে জেলার হাইস্কুলগুলো বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুলগুলো বন্ধ থাকার কারণে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়া বিমুখতা দেখা দিয়েছে। তারা এখন নকল করার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষা কেন্দ্র ছাড়াও অন্যান্য বিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকে। কেন্দ্রগুলোতে অন্যান্য স্কুলের আসবাবপত্র নেয়ার কারণে কোন বিদ্যালয়েই ক্লাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া অধিকাংশ শিক্ষকই পরীক্ষায় পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

প্রতি বছরেই এসএসসি পরীক্ষা চলে ২০ থেকে ২৫ দিন ধরে। কোন কোন সময় এ পরীক্ষা চলে মাসব্যাপী। দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা চলাকালে অনেক সময়ই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। আবার নতুন করে প্রশ্নপত্র তৈরি করে পরীক্ষা নিতে আরও বেশী সময় লেগে যায়। দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার প্রতি অনেকেরই বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না।

পরীক্ষা চলাকালে বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা ছুটি ভোগ করে। এছাড়াও পবিত্র রমজান মাস, দুর্গাপূজা, ঈদ ও গ্রীষ্মের ছুটি এবং অন্যান্য দিনে স্কুলগুলো বছরে মোট ৮৫ দিন বন্ধ থাকে।

এর উপরে এসএসসি পরীক্ষার জন্য আরও ৩০ দিন বন্ধ থাকলে ছুটির পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ১শ' ২৫ দিন অর্থাৎ ৪ মাস। এছাড়া বছরে শুক্রবার রয়েছে ৫২টি। মোট বছরে প্রায় ৬ মাস স্কুলগুলো নানা কারণে বন্ধ থাকে। এসব কিছু ছাড়াও কিছু সরকারী বেসরকারী দিবসে স্কুল বন্ধ থাকে।

এ ব্যাপারে প্রবীণ শিক্ষকদের অভিমত, সুষ্ঠুভাবে পাঠদানের জন্য বিদ্যালয়গুলো অবশ্যই সারা বছরের অধিকাংশ সময় খোলা রাখতে হবে। ছুটির প্রবণতা কমাতে হবে। পরীক্ষা গ্রহণের সময়সীমা কমিয়ে আনতে হবে। বিদ্যালয়ের সময়সূচী বাড়ানোর পক্ষেও অনেকে মতামত দিয়েছেন।